ইউনিট ৯

যুক্তরাজ্য ও সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা
[Educational Management in UK and SAARC Countries]

ভূমিকা

ইতিমধ্যে আমরা শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিক, শিক্ষানীতি প্রণয়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ড, শিক্ষানীতি প্রণয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সমস্যা এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সবের সমাধান বিষয়ে আলোচনা করেছি। জাতি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতি সফল বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারণা, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকগণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, শিক্ষায় তথ্য ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা সমাধানে তথ্যের যথাযথ প্রয়োগ/ব্যবহার, শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষায় অর্থায়ন, উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষায় জনসংযোগ ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধেও আমরা অবহিত হয়েছি।

শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নে উপরোক্ত দিকগুলো কিভাবে কোন দেশের সামগ্রিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করে দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরকরণের কাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত কেইস স্টাডি হিসেবে যুক্তরাজ্যে এবং সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের বিবরণ নিচের চারটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

পাঠ- ৯.১: যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

পাঠ- ৯.২: ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

পাঠ- ৯.৩: শ্রীলঙ্কার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দিক

পাঠ- ৯.৪: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ ৯.১ যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যুক্তরাজ্যের (ইংল্যান্ডের) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিবরণ দিতে পারবেন;
- যুক্তরাজ্যের স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- যুক্তরাজ্যের বিশেষ শিক্ষা সম্বন্ধীয় দিকগুলো বিবৃত করতে পারবেন এবং
- যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করতে পারবেন।

ইংরেজ জাতি সভ্যতা, কৃষ্টি, শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-আচরণে যেমন মার্জিত তেমনি তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও ঐতিহ্যমণ্ডিত। অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্যের ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমন কি তাঁদের জীবন দর্শনে, শিক্ষা ব্যবস্থায়, শিক্ষা প্রশাসন ও তার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্ষেত্রে তাঁদের ঐতিহ্যের প্রভাব পড়ছে। তাঁদের জাতীয়তাবোধে, রক্ষণশীলতায়, কৌলিণ্যে, আমলাতান্ত্রিকতায় ইত্যাদি সব কিছুতেই একটি আভিজাত্যের প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপদানের বিরামহীন প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা রয়েছে। যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

১৮৮৮ সালের স্থানীয় সরকার শিক্ষা আইন

১৮৮৮ সালে এক স্থানীয় সরকার আইন দ্বারা প্রশাসনের ও শিক্ষার উন্নয়নে বহুমুখী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে কাউন্টি ও কাউন্টি বরো প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০২ সালের বেলফোর শিক্ষা আইন

১৯০২ সালে বেলফোর আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন দ্বারা স্কুল বোর্ড, স্কুল এটেন্ড্যান্স কমিটি ও টেকনিক্যাল ইন্সট্রাকশন কমিটি উঠিয়ে দেয়া হয় এবং তৎস্থলে ৩০০টি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (Local Education Authority) প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র দেশের শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারের দায়িত্ব Local Education Authority-এর উপর অর্পণ করা হয়। এই আইন স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক উত্তর স্তরের শিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রামার স্কুলগুলোকে অর্থ সাহায্য প্রদানের নির্দেশ দেয়। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য মিউনিসিপ্যাল ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালন শুরু করে।

১৯২১ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা আইন

১৯২১ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা মাধ্যমিক স্কুলগুলো পরিচালনার দায়িত্ব কাউন্টি ও কাউন্টি বরো কাউন্সিলের উপর দেয়া হয়। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। ষোল বছর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা প্রদানের ভার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পালন করতে শুরু করে। পাঁচ হতে চৌদ্দ বছর বয়সী ছেলে মেয়েরা যাতে স্কুলে অধ্যয়ন করে তজ্জন্য পিতামাতার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এই আইন ভঙ্গ করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৩৬ সালের শিক্ষা আইনে সনদ প্রদান ব্যবস্থা প্রবর্তন

১৯৩৬ সালের শিক্ষা আইনে শিক্ষার্থীদের ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ১৪ বছর বয়সে ছাত্রছাত্রীদের চাকুরির সুবিধার্থে সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হয়। পরবর্তীকালে এই আইন ইংল্যান্ডের সুবিখ্যাত ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের মাধ্যমে অতীতের খণ্ড খণ্ড সংস্কার প্রচেষ্টাগুলো সমন্বিত করে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন ও উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই আইন বলে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অধীনে ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নলিখিত স্তরে বিভক্ত। যেমন:

প্রাথমিক শিক্ষা: নার্সারী হতে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এই স্তরের অন্তর্গত।

(ক) শিশুর ৫ বছর বয়স পর্যন্ত নার্সারী ও কিন্ডার গার্টেন শিক্ষার সময় নির্ধারিত;
(খ) ইনফ্যান্ট স্কুলে ৬-৭ বছর পর্যন্ত এবং
(গ) জুনিয়র স্কুলে ৭-১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা: মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা তিন ধরনের স্কুলে যেমন- গ্রামার স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল ও মডার্ন স্কুলে দেওয়া হয়। সকল তরুণ-তরুণীরা এ শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে একই ক্যাম্পাসে তিন রকম মাধ্যমিক স্কুলের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়াও সকল প্রকারের মাধ্যমিক স্কুলের মর্যাদা দানের অধিকারও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষে অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণ-তরুণীদের জন্য নিয়মিত ও খণ্ডকালীন এবং বৃত্তি ও পেশামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পালন করে থাকে।

বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা

এছাড়া স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিশেষ শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করে থাকে:

১. বিকলাঙ্গ ও পঙ্গুদের জন্য বিশেষ স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
২. সকল শিক্ষার্থীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৩. দ্রুরতম এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা করা।
৪. প্রয়োজনবোধে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক সরবরাহ করা।
৫. অবসর বিনোদন, শরীর চর্চা ও অন্যান্য কার্যাবলির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগের ব্যবস্থা করা।
৬. বিনামূল্যে সকালে দুধ বিতরণ ও দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা।
৭. প্রতি বিদ্যালয়ে সমষ্টিগত উপাসনার মাধ্যমে দৈনন্দিন শিক্ষাদান করা।
৮. সকল প্রকার বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে ধর্ম শিক্ষাদান করা হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা ছাড়া ইংল্যান্ডের সকল প্রকার শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। কাউন্টি, কাউন্টি বরো ও আউটার লন্ডন বরোসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত কাউন্সিলই স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করে। এই কাউন্সিলগুলো তাদের নিজস্ব এলাকার শিক্ষা কমিটি নিয়োগ করে। শিক্ষা কমিটির অধিকাংশ সদস্য কাউন্সিল সদস্য হতে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্থানীয় এলাকার ব্যক্তিকেও শিক্ষা কমিটির সদস্যরূপে মনোনীত করা হয়। এই শিক্ষা কমিটির কার্য পরিচালনার জন্য একজন চীফ এডুকেশন অফিসার নিয়োগ করেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী ও একদল বিশেষজ্ঞ দ্বারা স্থানীয় এলাকার শিক্ষা পরিচালনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৮৮৮ সালের স্থানীয় আইনে শিক্ষার জন্য কি সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে তা লিখুন।

২. বেলফোর আইনে শিক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

৩. ১৯২১ সালের শিক্ষা আইনের বৈশিষ্ট্য কি কি?

৪. ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে কি অভিনব সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে?

৫. যুক্তরাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইংল্যান্ডে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

৬. যুক্তরাজ্যে বিশেষ শিক্ষার কি কি সুবিধা রয়েছে তা লিখুন।

৭. যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষার প্রশাসন ব্যবস্থা সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পাঠ ৯.২ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতীয় শিক্ষা সংস্কারের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্যকরকরণে ভারতের ইউনিয়ন সরকারের দায়িত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষার উন্নয়নে ভারতের রাজ্য সরকারের প্রধান প্রধান ভূমিকা বিবৃত করতে পারবেন;
- রাজ্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কি কি ভূমিকা পালন করবে তার বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

ভারতীয় শিক্ষা সংস্কারের পটভূমি

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সংস্কারের মুধালিয়র শিক্ষা কমিশন (১৫৫৩) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সংস্কারের জন্য গঠিত হয়। ভারতের উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নের জন্য রাধা কৃষ্ণনান শিক্ষা কমিশন এবং সকল স্তরের শিক্ষার সংস্কারের জন্য প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডি. এস কোঠারীর নেতৃত্বে ১৯৬৪ - ১৯৬৬ সালে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। জাতীয় শিক্ষার উন্নয়ন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৪৭ বছর পর ১৯৮৬ সালে ভারত সরকার "জাতীয় শিক্ষানীতি ৮৬" নামে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। ভারতের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গত দুই/তিন দশক যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ সময় ও আর্থিক ব্যয় করে যাচ্ছে।

ভারতের ইউনিয়ন সরকারের দায়িত্ব

ভারতের ইউনিয়নের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের সামগ্রিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে সব প্রধান বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে সেগুলো হল:

১. বিভিন্ন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি/বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সারা দেশের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

২. কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত এলাকার শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ইউনিয়ন সরকারের।

৩. কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংসদের অনুমোদন ও নির্দেশ অনুসারে ভারতের অপরাপর জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করা।

৪. ভারতের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, আর্থিক অনুদান এবং তদারকীকরণ- এসব কাজ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে পরিচালনা করা।

৫. দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

৬. উপদেষ্টা পরিষদসমূহের পরামর্শ মোতাবেক জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপায় উদ্ভাবন এবং তা ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করা।

৭. জাতীয় শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের পরামর্শ প্রদানের জন্য বিভিন্ন কমিটি/বোর্ড/উপদেষ্টা পর্ষদ ইত্যাদি নিয়োগ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

৮. প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, নানা প্রকার গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এসব ইউনিয়ন সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে।

৯. ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা সম্বন্ধীয় ঘোষণা, আদেশ, আইন ইত্যাদি বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারকে সহায়তা করা।

রাজ্য সরকারের ভূমিকা

সংবিধান অনুসারে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রাজ্য সরকার পালন করে থাকে। সমগ্র রাজ্যের শিক্ষা প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। রাজ্য আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হতে মুখ্যমন্ত্রী তার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করে। কোন কোন রাজ্যে একজন ডেপুটি মন্ত্রী রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর কাজে সহায়তা করেন। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তব্য

রাজ্য সরকার ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক প্রণীত রীতিনীতি, আইন, আদেশ, ঘোষণা ইত্যাদি যথাযথ বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে এর প্রধান কাজগুলো হল:

১। উচ্চ শিক্ষা পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।
২। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করা।
৩। মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা।

এসব দায়িত্ব পালন ছাড়াও রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী আরও কিছু দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যেমন- রাজ্য সরকারের প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কাজ তদারক করা ও সমগ্র রাজ্যের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা, রাজ্যের সকল শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যের নেতৃত্ব প্রদান, রাজ্যের শিক্ষা আইন ও নীতি বাস্তবায়ন কতদূর কার্যকরী হয়েছে তা মূল্যায়ন করা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ সাহায্য প্রদান, পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন ও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সহযোগিতা দান করেন। মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ডগুলো প্রথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.২

অ) সংক্ষেপে উত্তর দিন

১. ভারতের শিক্ষা কমিশনের কোনটি কোন স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে প্রণয়ন করা হয়েছে?

২. ভারতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা উল্লেখ করুন।

৩. ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রধান দায়িত্বগুলো বিবৃত করুন।

৪. শিক্ষার মান উন্নয়নে রাজ্য সরকারের এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

৫. ভারতে ও যুক্তরাজ্যের শিক্ষা সংস্কারের তুলনামূলক বিবরণ দিন।

পাঠ ৯.৩ শ্রীলঙ্কার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান প্রধান দিক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রীলঙ্কার শিক্ষা কাঠামো সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শ্রীলঙ্কার জেনারেল সার্টিফিকেট অব এডুকেশন-এর অর্ডিনারি লেভেল (GCE O Level) এর ব্যাপ্তিকাল উল্লেখ করতে পারবেন;
- শ্রীলঙ্কার উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবৃত করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার শিক্ষার তুলনামূলক বিবরণ দিতে পারবেন।

শ্রীলঙ্কার শিক্ষা কাঠামো

শ্রীলঙ্কার শিক্ষা কাঠামো ১৯৮৫ সালে পুনর্বিন্যাস করে (১) প্রাথমিক, (২) মাধ্যমিক এবং (৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে সামগ্রিক ভাবে পুনর্বিন্যাস করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষাকাল উল্লেখ করা হল:

১. শ্রীলঙ্কার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল ছয় বছর অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।
২. জুনিয়র/নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকাল মাত্র দুই বছর অর্থাৎ সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকাল তিন (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম) বছর পর্যন্ত।
৩. শ্রীলঙ্কার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকাল তিন বছর অর্থাৎ নবম শ্রেণি হতে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।
৪. শ্রীলঙ্কার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকাল দুই বছর অর্থাৎ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত।
৫. শ্রীলঙ্কার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের পরবর্তী শিক্ষা স্তর হল উচ্চ শিক্ষা স্তর।

১৯৭৯ সাল থেকে শ্রীলঙ্কার ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। General Certificate of Education (GCE) Advanced Level পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। শ্রীলঙ্কার ব্যাচেলর জেনারেল ডিগ্রীর মেয়াদকাল তিন বছর এবং এই তিন বছরে তিনটি বিষয় অধ্যয়ন করতে হয়। ব্যাচেলর ডিগ্রীর পর মাস্টার ডিগ্রী যার মেয়াদকাল দুই বছর।

পরীক্ষা পদ্ধতি

শ্রীলঙ্কায় শিক্ষার্থীগণ প্রথম হতে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষাস্তরে নবম হতে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি স্তরের অধ্যয়ন শেষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে নবম হতে একাদশ অর্থাৎ তিন বছর অধ্যয়নের শেষে অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা Srilankan GCE O Level বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এই পরীক্ষায় ৮টি বিষয়ের মধ্যে ৬টি বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া আবশ্যিক। ছয়টি বিষয়ের মধ্যে গণিত এবং সিনহালা বা তামিল ভাষা রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় ১৯৭৯ সাল থেকে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। GEC A Level পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য এই সকল

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। ব্যাচেলর জেনারেল ডিগ্রীর জন্য তিন বছরে তিনটি বিষয় অধ্যয়ন করা হয়। সফলতার সাথে দু'বছরের কোর্স শেষে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করা যায়।

শ্রীলঙ্কার শিক্ষা প্রশাসন

শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রীর উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। উপমন্ত্রী ও প্রজেক্ট মন্ত্রীগণ শিক্ষামন্ত্রীকে শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাহায্য করেন। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর দায়িত্ব শিক্ষা সচিব পালন করে থাকেন। চারজন অতিরিক্ত সচিব তাদের কর্মকর্তাদের সহায়তায় চারটি দ্বীপে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। রিজিওনাল শিক্ষা বিভাগ রিজিওনাল ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন দ্বারা পরিচালিত হয়। জেলা পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও রিজিওনাল শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে প্রতি বছরের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে ।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার উচ্চ শিক্ষার তুলনা

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ২ বছর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষে সমগ্র দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক একযোগে গৃহীত হায়ার সেকেন্ডারী সার্টিফিকেট পরীক্ষা তথা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নামক বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। অতঃপর কৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণ দু'বছরের স্নাতক (পাস) অথবা তিন বছরের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে থাকে। স্নাতক (পাস) এবং স্নাতক (সম্মান) উভয় ধরনের শিক্ষায় অধ্যয়ন শেষে পরীক্ষার্থীগণকে যথাক্রমে দুই বছর পর স্নাতক (পাস) এর ক্ষেত্রে এবং তিন বছর পর স্নাতক (সম্মান) এর ক্ষেত্রে বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় কৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণ দু'বছরের অধ্যয়ন শেষে মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মাধ্যমে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন এবং স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ এক বছরের অধ্যয়ন শেষে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মাধ্যমে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে।

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংহত, কার্যকরী ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সংস্কার করা হয়েছে। শিক্ষা সংস্কার ব্যবস্থাপনা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করা হল:

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ' বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধীনে কাজ করছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের নীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর রয়েছে। এই অধিদপ্তরের অধীনে ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও থানাসমূহে থানা শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক শিক্ষার কার্যাদি বাস্তবায়ন ও তদারকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন পর্যায়ে 'ইউনিয়ন পরিষদ' প্রাথমিক শিক্ষার কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। জাতীয় সরকারের পক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু পরিচালনা ও তদারকি শিক্ষামন্ত্রণালয়ই করে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীন 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি)' অধিদপ্তর রয়েছে। মহাপরিচালকের

নেতৃত্বে বিভাগীয় অফিস, জোনাল অফিস এবং প্রত্যেক জেলায় জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃপক্ষকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার (সাধারণ) জন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ডিগ্রী কলেজের ইন্টারমিডিয়েট সেকশনের এ্যাফিলিয়েশনের, পরীক্ষার ও একাডেমিক যাবতীয় দায়িত্ব ৫টি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা আছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী স্নাতক (পাস) এবং স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি যা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে হয়ে থাকে তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এছাড়াও উচ্চ শিক্ষাসমূহ যেমন- এম ফিল, পি.এইচ ডি ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

শ্রীলঙ্কা

General Certificate of Education (GCE) Advanced Level পরীক্ষায় পাস করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। Bachelor General Degree-এর ব্যাপ্তিকাল তিন বছর এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এই তিন বছরে তিনটি বিষয় পড়তে হয়। শ্রীলঙ্কান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করতে আরও দুই বছর অধ্যয়ন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। শ্রীলঙ্কার শিক্ষা কাঠামো কয়টি স্তরে বিভক্ত?
(ক) ৫ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ২।

২। শ্রীলঙ্কার মাধ্যমিক স্তরের ব্যাপ্তিকাল হল–
(ক) দুই বছর (খ) তিন বছর (গ) চার বছর (ঘ) পাঁচ বছর।

৩। শ্রীলঙ্কার শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর দায়িত্ব কার?
(ক) শিক্ষামন্ত্রীর (খ) উপমন্ত্রীর (গ) প্রজেক্ট মন্ত্রীর (ঘ) শিক্ষা সচিবের।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রীলঙ্কার শিক্ষা কাঠামোতে কয়টি শিক্ষা স্তর রয়েছে ও কি কি?
২. শ্রীলঙ্কায় কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ দিন।
৩. শ্রীলঙ্কার ও বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনের কোন কোন দিকে মিল রয়েছে তা বিবৃত করুন।
৪. বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার উচ্চ শিক্ষার তুলনামূলক বিবরণ দিন।

পাঠ ৯.৪ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংক্ষেপে বিবৃত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো তিনটি স্তরে বিভক্ত রয়েছে। সেগুলো হল- (১) প্রাথমিক, (২) মাধ্যমিক এবং (৩) উচ্চ শিক্ষা স্তর। নিম্নে এই শিক্ষা স্তরগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬+ বয়সের শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকাল ৫ বছর ব্যাপী অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। বর্তমান সরকার দেশে একটি দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে এটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকে স্বীকৃতিদানের সুপারিশ করেছে। তা ছাড়া প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার জন্যও সুপারিশ করেছে। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার বদলে খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক স্তরের বালিকা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর

প্রচলিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে তিনটি উপ বিভাগে বিভক্ত রয়েছে। যেমন-

(ক) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর: নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকাল তিন বছর অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই কারিকুলাম অনুসৃত হয়।

(খ) মাধ্যমিক স্তর: এই স্তর নবম ও দশম এই দুইটি শ্রেণি নিয়ে গঠিত। এ স্তরে ত্রিমুখী ধারায় (যেমন- মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায়) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর: উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা হচ্ছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। এই স্তরের বহুমুখী শিক্ষা ধারার প্রচলন রয়েছে।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকাল হবে চার বছর মেয়াদী এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত থাকবে।

উচ্চ শিক্ষা

দেশের সরকারি ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সাধারণ কলেজে এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন মেয়াদের ডিগ্রী (পাস), ডিগ্রী (অনার্স) এবং মাস্টার ডিগ্রী কোর্স প্রচলিত রয়েছে।

প্রবাহ চিত্রে শিক্ষা কাঠামো

১৭	উচ্চ শিক্ষা স্তর		উচ্চ শিক্ষা স্তর
১২	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর		মাধ্যমিক স্তর
১০	মাধ্যমিক স্তর		
৮	নিম্ন মাধ্যমিক স্তর	৮	
৫	প্রাথমিক স্তর		প্রাথমিক স্তর
১	প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো	১	প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো

শিক্ষার উপ-ব্যবস্থা

দেশে বর্তমানে তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো হল সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা ও বৃত্তিমূলক বা ভোকেশনাল শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা। এতদিন এ তিন ধারার মধ্যে বিশেষ যোগসূত্র না থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষেত্র যেমন সীমিত থাকে, তেমনি চাহিদা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। এটা শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশের পরিপন্থী এবং বেকারত্ব সৃষ্টি তথা জাতীয় উন্নতির গতি মন্থরকরণে সহায়ক। এ অনভিপ্রেত অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে উল্লিখিত তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনপূর্বক শিক্ষা কাঠামোর পরিমার্জন করা হয়।

পরিমার্জিত ব্যবস্থায় তিনটি উপ-ব্যবস্থার মধ্যে সহজ দিগন্ত গমনের (Horizontal Mobility) সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া এ তিন ধারার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজমান দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দূরীকরণ ও শিক্ষার মানের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থার কাঠামো নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

শিক্ষা উপ-ব্যবস্থার সমন্বিত কাঠামো

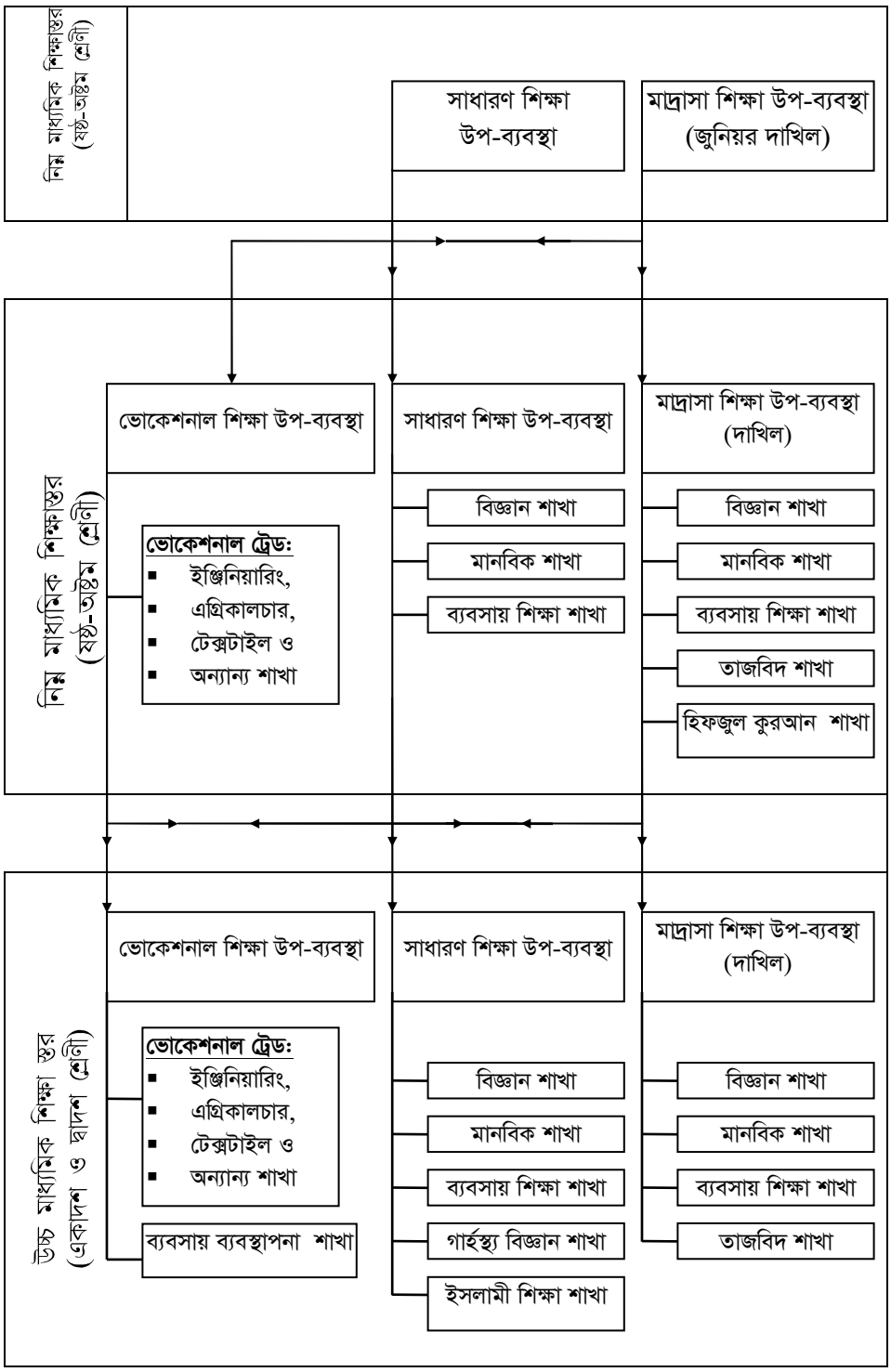

পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিকে মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা এই দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করে এখানে উপস্থাপন করা হল:

মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা

বাংলাদেশে নিয়মিত বছরে দুইটি সাময়িক ও একটি বাৎসরিক পরীক্ষা প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের শেষে (নবম ও দশম শ্রেণির শেষে) এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শেষে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শেষে) দুইটি পাবলিক এক্সজামিনেশন (বহিঃপরীক্ষা) অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীন একযোগে সমগ্র দেশে এই বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

উচ্চ শিক্ষা স্তরের পরীক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শেষে পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা দু'বছরের স্নাতক (পাস) অথবা তিন বছরের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে থাকে। স্নাতক (পাস) এবং স্নাতক (সম্মান) উভয় ধরনের শিক্ষার অধ্যয়ন শেষে পরীক্ষার্থীগণকে যথাক্রমে দুই বছর পর স্নাতক (পাস) এর ক্ষেত্রে এবং তিন বছর পর স্নাতক (সম্মান) এর ক্ষেত্রে বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। অতঃপর স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় কৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণ দু'বছরের অধ্যয়ন শেষে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মাধ্যমে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন এবং স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ এক বছরের অধ্যয়ন শেষে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মাধ্যমে মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করেন।

তবে বর্তমানে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে সিমেস্টার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, সে সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন করেছে।

বাউবি'র পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলসমূহে সিমেস্টার পদ্ধতিতে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নে বিশেষ করে স্কুল অব এডুকেশন সিএড প্রোগ্রামে নৈর্ব্যক্তিক, রচনামূলক, এসাইনমেন্ট, শিক্ষা উপকরণ তৈরি, অনুশীলনী পাঠদান ইত্যাদি বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। বিএড প্রোগ্রামের মূল্যায়নেও বর্তমানে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। উভয় প্রোগ্রামের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংহত, কার্যকরী ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সংস্কার করা হয়েছে। শিক্ষা সংস্কার ব্যবস্থাপনা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে নিচে বিবৃত করা হল:

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষামন্ত্রণালয়ের 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ' এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষা শিক্ষামন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধীনে কাজ করছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর রয়েছে। এই অধিদপ্তরের অধীনে ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও থানাসমূহে থানা শিক্ষা অফিসারবৃন্দ প্রাথমিক শিক্ষার কার্যাদি বাস্তবায়ন ও তদারকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন পর্যায়ে 'ইউনিয়ন পরিষদ' প্রাথমিক শিক্ষার কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে। এছাড়া সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর। বিভিন্ন সরকারি ও

বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব পালন এই অধিদপ্তর করে থাকে।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। জাতীয় সরকারের পক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু পরিচালনা ও তদারকি শিক্ষামন্ত্রণালয়ই করে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীন 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি)' অধিদপ্তর রয়েছে। মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বিভাগীয় অফিস, জোনাল অফিস এবং প্রত্যেক জেলায় জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃপক্ষকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার (সাধারণ) জন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ডিগ্রী কলেজের ইন্টারমিডিয়েট সেকশনের এ্যাফিলিয়েশনের, পরীক্ষার ও একাডেমিক যাবতীয় দায়িত্ব ৫টি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা আছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী স্নাতক (পাস) এবং স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি যা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে হয়ে থাকে তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এছাড়াও উচ্চ শিক্ষাসমূহ যেমন- এম ফিল, পিএইচ ডি ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। বাংলাদেশের প্রচলিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কয়টি উপ-স্তরে বিভক্ত?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২। পরিমার্জিত শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় দিগন্ত গমনের সুযোগ সৃষ্টি করে কি দূর করতে চাওয়া হয়েছে–
(ক) জ্ঞানের (খ) কর্ম দক্ষতার (গ) দৃষ্টিভঙ্গির (ঘ) শিক্ষার ব্যাপ্তিকালের

৩। বাউবি'র মূল্যায়ন পদ্ধতির নবতর সংযোজিত দিকগুলো হল–
(ক) নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষা (খ) এসাইনমেন্ট ও উপকরণ তৈরি
(গ) নৈর্ব্যক্তিকপরীক্ষা ও অনুশীলনী পাঠ (ঘ) রচনামূলক ও বহিঃ পরীক্ষা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রচলিত ও প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামোর তুলনার বিবরণ দিন।
২. বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা উপ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের তিন শিক্ষা উপ-ব্যবস্থার বিভিন্ন শিক্ষা শাখার তুলনামূলক বর্ণনা দিন।
৪. বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান দিক আলোচনা করুন।